বেরেলী থেকে মদীনা

- মুফতীয়ে আযম হিন্দ বেরেলী থেকে মদীনা
- বরকতময় পয়সা
- ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে নিজ ঘরে
- বন্দীশালা থেকে ছাড়াতো পেলেন...!
- হযরত আলী এর দীদার
- বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল
- কুলি শাহজাদা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বেরেলী থেকে মদীনা

শয়তান লাখো অলসতা দিবে কিন্তু আপনি সাওয়াবের নিয়্যতে এই পুস্তিকা সম্পূর্ণ পড়ে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল অর্জন করুন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করলেন: আমি (সকল ওযীফা, তাসবীহ ছেড়ে দিব আর) নিজের সম্পূর্ণ সময়টা দরূদ শরীফ পাঠে অতিবাহিত করব। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এটা তোমার দুশ্চিন্তা সমূহ দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(তিরমিযী, ৪/২০৭, হাদীস: ২৪৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এটা ঐ সময়ের কথা যখন আমি বাবুল মদীনা করাচীর একটি এলাকা খারাদরে অবস্থিত হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ শাহ দুলহা বুখারী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সব্জওয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফ সংলগ্ন হায়দরী মসজিদে তাজদারে আহ্লে সুন্নাত, হুযুর মুফতীয়ে আযম হিন্দ, হযরত মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় পাগড়ী শরীফ মাথায় সাজিয়ে ফযরের নামায পড়াতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه একজন ওলীয়ে কামিলের পাগড়ী শরীফের স্পর্শ বহুবার আমার হাত ও মাথায় লেগেছে। اِنْ شَآءَ الله আমার হাত ও মাথাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। আর যখন হাত ও মাথাকে স্পর্শ করবে না তখন اِنْ شَآءَ الله সম্পূর্ণ শরীরটা সুরক্ষিত থাকবে। আসল কথা হচ্ছে, উল্লেখিত হায়দরী মসজিদে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খলীফা মাদ্দাহুল হাবীব, হযরত মাওলানা জামিলুর রহমান কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সুযোগ্য সন্তান হযরত আল্লামা মাওলানা হামীদুর রহমান কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমামতি করতেন। যেহেতু মসজিদ থেকে তাঁর ঘর প্রায় ছয়-সাত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল, সেহেতু ফযরের নামাযের ইমামতি করার সৌভাগ্য আমার নসীব হতো এবং তাঁর নিকট সংরক্ষিত মুফতীয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পাগড়ী শরীফও আমার ভাগ্যে নসীব হতো। তা থেকে আমি বরকত হাসিল করতাম। একবার হযরত মাওলানা হামীদুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে আমাকে বলেন: "আমি তখন ছোট্ট শিশু ছিলাম। আমার এখনো ভালভাবে স্মরণ আছে যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার সাথেও এবং অন্যান্য সকল ছোট

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَالله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

শিশুদের সাথে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে কথাবার্তা বলতেন। বকা দেয়া, তিরস্কার করা, ধমক দেয়া এবং তুই তুকার পূর্ণ শব্দ বলা তাঁর বরকতময় স্বভাবে ছিল না। এক বৃহস্পতিবার আমি বেরেলী শরীফে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রহমতপূর্ণ বাসস্থানে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর সাথে দেখা করতে আসল, আর তা সাধারণত সাক্ষাতের সময় ছিল না। কিন্তু লোকটি দেখা করার জন্য জোরাজোরি করছিল। তাই আমি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিশেষ কক্ষে এই খবরটি দেয়ার জন্য চলে গেলাম। কিন্তু শুধু কক্ষে নয় বরং গোটা বাড়ীতে কোথাও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখা গেল না। আমি অবাক হয়ে গেলাম এ ভেবে যে, তিনি কোথায় গেলেন? এরূপ চিন্তা-ভাবনায় আমরা দাঁড়িয়েই রইলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন বিশেষ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসলেন। আমরা সবাই হতবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা যখন আপনাকে খোঁজ করছিলাম তখন কোথাও আপনাকে পাইনি কিন্তু এখন আপনি আপনার কক্ষ থেকেই বের হয়ে আসলেন, এর রহস্য কি? লোকদের বারংবার জিজ্ঞাসার ফলে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: اَلْحَمْدُ لِله আমি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এই সময়ে আমার এই কক্ষ অর্থাৎ বেরেলী থেকে মদীনা শরীফে হাযিরী দিয়ে থাকি। **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

হেরম হে উসে বাহাতে হার দো'আলম,
জু দিল হো চুকা হে শিকারে মদীনা। **(যওকে নাত)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه 'র সাক্ষ্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইমামে আহ্লে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মহান আশিকে রাসূল ছিলেন। তাঁর উপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ দয়া ছিল। বেরেলী শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হাযির হওয়ার আরেকটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন:

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আরিফ যিয়াঈ, যিনি দীর্ঘদিন মদীনা শরীফে অবস্থান করছেন, তিনি বলেন: একবার হুযুর কুত্বে মদীনা, সায়্যিদী মুর্শিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমাকে বললেন: "এটা ঐ সময়ের কথা যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه জীবদ্দশায় ছিলেন। আমি একদা **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযার শরীফে উপস্থিত হলাম। সালাত ও সালাম আরয করার পর "বাবুস সালাম" পৌঁছলাম। সেখান থেকে হঠাৎ আমার দৃষ্টি সোনালী জালির দিকে গেল। এ কি দেখলাম! দেখি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর 'মুয়াজাহা' শরীফের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি খুবই অবাক হলাম যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মদীনা শরীফে হাযির হয়েছেন অথচ আমি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

একটুও জানলাম না। তাই আমি সেখান থেকে “মুয়াজাহা” শরীফে হাযির হলাম কিন্তু আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমার দৃষ্টিতে পড়ল না। আমি সেখান থেকে পুনরায় “বাবুস সালাম” এর দিকে আসলাম। আর যখন সোনালী জালির দিকে তাকালাম তখন দেখলাম আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ঠিকই “মুয়াজাহা” শরীফে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং আমি পুনরায় সোনালী জালির সামনেই হাজির হলাম। তখন আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমার দৃষ্টির অন্তরালে ছিলেন। তৃতীয় বারেও একই ধরনের ঘটনা ঘটল। আমি বুঝতে পারলাম, এটা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের ব্যাপার, এর মাঝখানে আমার হস্তক্ষেপ না করাটাই উচিত।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! সগে মদীনা عُفِیَ عَنۡہُ এর মুর্শিদে করীম ‘কুত্বে মদীনা’ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সাক্ষ্য মিলে গেল যে, আলা হযরত বাতিনী ভাবে মুর্শিদের শহর বেরেলী শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হাযির হয়েছিলেন।

গমে মুস্তফা জিসকে সিনে মে হে,
গো কহি ভি রহে ওহ মদীনে মে হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাকা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

মুফতীয়ে আযম হিন্দ বেরেলী থেকে মদীনায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সুন্নীদের ইমাম আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কত বড়ই মেহেরবানী ছিল যে, প্রকাশ্য কোন ধরনের যানবাহন ছাড়া বেরেলী শরীফ থেকে মদীনা শরীফে ডেকে নিতেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপমাতো আলা হযরত নিজেই। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহাজাদার উপরও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়া কম ছিল না। যেমনিভাবে-

তাজদারে আহলে সুন্নাত, শাহজাদায়ে আলা হযরত, হুযুর মুফতীয়ে আযম হিন্দ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক মুরীদ ও দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদার আমাকে তাজপুর শরীফ (নাগপুর, ভারত) থেকে একটি চিঠির ফটোকপি প্রেরণ করেন, যাতে দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদার এক মুবাল্লিগের কিছুটা এরকম লিখা ছিল: ১৪০৯ হিজরিতে আমার পিতা-মাতা, বড় ভাইজান ও ভাবী সাহেবা সকলের হজ্ব করার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে। তাঁরা মদীনা শরীফে দু'টি অত্যন্ত ঈমান তাজাকারী দৃশ্য দেখতে পান।

(১) আমার সম্মানিত পিতা নূরানী রওযা মোবারকের নিকটেই এই চমৎকার দৃশ্য দেখতে পান যে, মুফতীয়ে আজম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর স্বাভাবিক নিয়মানুসারে মাথা মোবারকে পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে চাঁদের মত চেহারা চমকিয়ে তাঁর

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

বিশেষ মাদানী কাফেলার সাথে অবস্থান করছেন। খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, হুযুর মুফতিয়ে আজম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল শরীফ হয়েছে আজ প্রায় আট বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। তিনি এখানে কিভাবে তাশরীফ আনলেন? বিস্ময় ও আনন্দে আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি তখন তাঁর বড় ছেলে (অর্থাৎ আমার বড় ভাই) এ সংবাদ দেয়ার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। যখন বড় ছেলের সাথে সাক্ষাত হলো তখন অবগত হলেন যে, তিনিও পিতা মহোদয়কে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কারণ তিনিও একই দৃশ্য দেখেছেন। তাই তাঁরা উভয়ে দ্বিতীয়বার ঐ স্থানে আসলেন। ততক্ষণে হুযুর মুফতীয়ে আজম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাদানী কাফেলা সহ সেখান থেকে চলে গিয়েছেন। **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ এর কদমে মৃত্যু

(২) দ্বিতীয় ঈর্ষণীয় দৃশ্য এটা দেখলেন যে, এক দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ যুবক **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরশরূপী আস্তানা শরীফে হাযির ছিলেন আর উভয় কদম মোবারকের দিকে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে দোয়া করছিলেন, হঠাৎ যুবকটি পড়ে গেলেন আর **নবী করমী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারকের নিকট ইন্তিকাল করলেন। পিতা মহোদয় বললেন: সেখানে মানুষের ভিড় জমে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানেরা আপন আপন ভাষায় ঐ সৌভাগ্যবান যুবকের ঈমান সতেজকারী মৃত্যুর উপর ঈর্ষা প্রকাশ করছিলেন।

ইউ মুঝকো মউত আয়ে তো কিয়া পুছনা মেরা,
মে খা-ক পর নিগাহ দরে ইয়ার কি তরফ। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে নিজ ঘরে

আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক মুরীদ 'আমজাদ আলী খান কাদেরী রযবী' শিকার করার জন্য বের হলেন। তিনি যখন শিকারের উপর গুলি চালালেন তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোন এক পথচারীর গায়ে গুলি লাগল। ফলে সে মৃত্যুবরণ করল। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করল। কোর্টে হত্যা প্রমাণিত হলো এবং ফাঁসির রায় দেয়া হলো। পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজন নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে কাঁদতে কাঁদতে সাক্ষাতের জন্য পৌঁছল। তখন আমজাদ আলী সাহেব বলতে লাগলেন: আপনারা সবাই নিশ্চিন্তে থাকুন, আমার ফাঁসি হতে পারে না। কারণ আমার পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে এসে আমাকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, "আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম।" কান্নাকাটি করে লোকেরা চলে গেল। ফাঁসির তারিখে পুত্র শোকে কাতর মমতাময়ী মা কাঁদতে কাঁদতে আপন পুত্রের শেষ সাক্ষাতের জন্য আসলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

سُبْحٰنَ اللہ سُبْحٰنَ اللہ আপন মুর্শিদের উপর এমনই দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে এমনি হওয়া চাই। মাকেও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আরয করলেন: "মা আপনি চিন্তিত হবেন না, ঘরে চলে যান। اِنْ شَآءَ اللہ আজকের নাশতা আমি ঘরে এসেই করব।" মা চলে যাওয়ার পর আমজাদ আলীকে ফাঁসির কাষ্ঠে হাযির করা হলো। গলায় ফাঁসির রশি পরানোর পূর্বে নিয়মানুসারে যখন তাঁর শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বলতে লাগলেন: "জিজ্ঞাসা করে কি লাভ হবে? এখনোতো আমার সময় আসেনি।" তারা মনে করল, মৃত্যুর ভয়ে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই ফাঁসি দাতা ফাঁসির রশি তাঁর গলায় পরিয়ে দিল। এমনি মুহূর্তে তারযোগে বার্তা এসে গেল যে, "মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুট পরিধানের খুশিতে এতজন হত্যাকারী ও এতজন কয়েদীকে ছেড়ে দেয়া হোক।" তাৎক্ষণিকভাবে রশি খুলে তাঁকে ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে নামিয়ে মুক্তি দেয়া হলো। এদিকে ঘরে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। সবাই লাশ আনার ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিল। আর তখনই আমজাদ আলী সাহেব ফাঁসি কাষ্ট থেকে সোজা নিজ ঘরে পৌঁছল এবং বলতে লাগল: "আমার জন্য নাস্তা আনুন! আমি বলে দিয়েছিলাম যে, اِنْ شَآءَ اللہ নাস্তা ঘরে এসেই করব। **(তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা, ১০০ পৃষ্ঠা)**

আহে দিলে আসির ছে লব কত না আয়ী থী,
আওর আপ দৌড়ে আয়ে গ্রেফতার কি তরফ। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

হযরত আলী رضی اللہ عنہ এর দীদার

কিছু ইসলামী ভাইকে বাবুল মদীনা করাচীর এক বয়স্ক কাতিব (আর্টিষ্ট) আব্দুল মাজিদ বিন আবদুল মালিক পীলীভিতী এই ঈমান সতেজকারী ঘটনাটি শুনিয়েছেন: তিনি বলেন, আমার বয়স তখন তের বছর ছিল, আমার সৎ মায়ের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাকে শিকলে বেঁধে ছাদে রাখা হতো, অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু সুস্থ হননি। কারো পরামর্শে আমি ও আমার সম্মানিত পিতা আম্মাজানকে শিকলে বেঁধে কোন মতে পীলীভিতী থেকে বেরেলী শরীফ নিয়ে আসলাম। সম্মানিতা মা অনবরত গালিগালাজ করে যাচ্ছিলেন। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখা মাত্রই গর্জে উঠে বললেন: "আপনি কে? এখানে কেন এসেছেন? আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত নম্র ভাষায় বললেন: "মুহতারামা! আপনার উপকারের জন্য এসেছি।" মা রীতিমত গর্জে উঠে বললেন: "হ্যাঁ, খুব ভাল, উপকার করতে এসেছেন? যেই উপকার চাইব তা-ই করতে পারবেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: اِنْ شَآءَ الله কি চান?। মা বললেন: "মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দীদার করিয়ে দিন।" এটা শুনতেই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন কাঁধ মোবারক থেকে চাদর শরীফ নামিয়ে নিজ চেহারা মোবারকের উপর রেখে দিলেন এবং দ্রুত তা সরিয়ে ফেললেন। এখন আমাদের চোখের সামনে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নেই বরং মাওলা আলী মুশকিল কোশা

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আপন নূরানী চেহারায় জ্যোতি ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের বৃদ্ধা মাতা অত্যন্ত ভদ্র, নম্রভাবে সেই নূরানী পরিবেশের জ্যোতি দর্শনে বিভোর ছিলেন। আমি ও আমার পিতা মহোদয় জাগ্রত অবস্থায় খোলা চোখেই মনভরে মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর যিয়ারত করলাম। অতঃপর যখন মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজ চাদর মোবারক আপন চেহারার উপর রেখে দিয়ে সরিয়ে নিলেন তখন আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমাদের সামনে মুচকি হাসা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একটি শিশিতে করে ঔষধ দিলেন আর বললেন: "দুই মাত্রা ঔষধ দিলাম। এক মাত্রা রোগীকে সেবন করাবেন, প্রয়োজন না হলে দ্বিতীয় মাত্রা ঔষধ দিবেন না।" اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমাদের সম্মানিতা মাতা শুধু এক মাত্রা ঔষধ সেবনে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন আর কখনো তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি।"

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কিসমত মে লাখ পেচ হোঁ ছো-বল হাজার কাজ,
ইয়ে সারি গুত্তি ইক তেরি সিধি নজর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

বরকতময় পয়সা

একবার হাজীদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বন্দরে যাওয়ার কথা ছিল। নির্ধারিত যানবাহন আসতে দেরী হওয়ায় গোলাম নবী মিস্ত্রি নামের এক শুভাকাঙ্খী জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত ঘোড়ারগাড়ী আনার জন্য চলে গেলেন। যখন ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে ফিরছিলেন তখন দূর থেকে দেখলেন, ঐ যানবাহনটি এসে গেছে। কাজেই তিনি ঘোড়ার গাড়ী চালককে একটা পয়সা (২৫ পয়সা) দিয়ে বিদায় করে দিলেন। এ ঘটনা সম্পর্কে কেউ অবগত ছিল না। চারদিন পর মিস্ত্রি সাহেব আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে হাযির হলেন। তখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে একটা পয়সা দান করলেন। (মিস্ত্রি) জিজ্ঞাসা করলেন: "এটা কিসের?" আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "ঐদিন ঘোড়ার গাড়ী চালককে আপনি যা দিয়েছিলেন।" মিস্ত্রি সাহেব অবাক হয়ে গেলেন যে, আমিতো একথা কাউকে কখনো বলিনি তবুও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জানা হয়ে গেল! তাঁকে এভাবে চিন্তা ভাবনায় মগ্ন দেখে উপস্থিত সকলে বলল: "মিয়া! বরকতময় পয়সা কেন হাত ছাড়া করছ? তাবাররুক হিসেবে রেখে দাও।" মিস্ত্রি সাহেব তা রেখে দিলেন। যতদিন পর্যন্ত ঐ বরকতময় পয়সা তাঁর নিকট ছিল ততদিন পর্যন্ত তার টাকা পয়সার অভাব হয়নি। (হায়াতে আলা হযরত, ৩য় খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাত উঠা কর এক টুকরা করীম, হে সখী কে মাল মে হকদার হাম।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বন্দীশালা থেকে ছাড়াতো পেলেন .....!

এক বৃদ্ধা যিনি আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদনী (মহিলা মুরিদ) ছিলেন। তাঁর স্বামীর উপর হত্যার অভিযোগে হত্যার মৃত্যুদন্ডের হুকুম হয়ে গিয়েছিল যে, পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং ১২ বছরের কারাদন্ড। আপীল দায়ের করা হলো। যখন থেকে আপীল করা হয়েছিল তাঁর (ঐ মহিলার) বর্ণনা হলো, আমি প্রতিদিন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হতাম। ফয়সালার তারিখের কয়েকদিন পূর্বে বুড়ি নিজেকে যথাযথভাবে পর্দাবৃত করে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে ফরিয়াদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "বেশি পরিমাণে حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়তে থাকুন।" বৃদ্ধা মহিলাটি চলে গেলেন। অবশ্য মধ্যবর্তী সময়ে আরো কয়েকবার হাযির হলেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একই দোয়া পড়তে বললেন। শেষ পর্যন্ত ফয়সালার তারিখ আসল। হাযির হয়ে আরয করল: "হুজুর! আজ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

চূড়ান্ত রায় ঘোষণার কথা"। আবারও বললেন: "ঐ দোয়াই পড়তে থাকুন।" বৃদ্ধা মহিলা ঐ পুরানো উত্তর শুনে একটু অসন্তুষ্ট হলেন আর বকতে বকতে ফিরে যাচ্ছিলেন যে, যখন আপন পীরই কিছু শুনতে চাচ্ছেন না তখন অন্য কেউ কি শুনবে? আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন বৃদ্ধার এই অবস্থা দেখলেন তখন দ্রুত উঁচু আওয়াজে বৃদ্ধাকে ডাকলেন, আর বললেন: "পান খেয়ে নিন।" বৃদ্ধা বললেন: "আমার মুখে পান আছে।" হুযুর বারবার বললেন: কিন্তু বৃদ্ধা কিছুটা অসন্তুষ্টই ছিলেন। অতঃপর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজ হাত মোবারকে পান বানিয়ে দিতে দিতে বললেন: "ছাড়াতো পেয়ে গেছেন, এখন পানটা খেয়ে নিন।" তখন বুড়ি খুশি হয়ে পান খেয়ে নিলেন এবং ঘরের দিকে রাওয়ানা হয়ে গেলেন। ঘরের নিকটে পৌঁছতেই ছেলেরা দৌঁড়ে এসে বলতে লাগল, এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন? তার বার্তাবাহক আপনাকে খুঁজছিলেন। খুশি হয়ে ঘরে গেলেন এবং তার বার্তাটি নিয়ে পড়ালেন। তখন জানতে পারলেন যে, তাঁর স্বামী মুক্তি পেয়েছেন। **(হায়াতে আলা হযরত, ৩য় খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)** **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তামান্না হে ফরমায়ে রোজে মাহশর,
ইয়ে তেরী রিহায়ী কি চিট্টি মিলি হে। **(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

সৌভাগ্যবান রোগী

সায়্যিদ কানা'আত আলী শাহ সাহেব খুবই দূর্বল হৃদয়ের লোক ছিলেন। একবার এক রোগীর মারাত্মক অপারেশনের বিস্তারিত বিবরণ শুনে হৃদয়ে আঘাত পেলেন এবং বেহুশ হয়ে গেলেন। অনেক সেবা যত্ন করা সত্ত্বেও তাঁর হুশ ফিরে আসল না। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে এ ব্যাপারে সাহায্যের আবেদন পেশ করা হলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সায়্যিদজাদার শিয়রে তশরীফ আনলেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ভরে তাঁর মাথা আপন কোলে তুলে নিলেন। আর আপন রুমাল মোবারকটি তাঁর চেহারার উপর বিছিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাত তাঁর জ্ঞান ফিরে আসল এবং চক্ষুদ্বয় খুললেন। যুগশ্রেষ্ঠ ওলীর কোলে নিজের মাথা দেখে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং সম্মানের জন্য উঠতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু শারীরিক দূর্বলতার কারণে উঠতে পারলেন না।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সরে বালি উনহে রহমত কি আদা লায়ি হে,
হাল বিগড়া হে তো বিমার কি বন আয়ি হে। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

মনের কথা জেনে ফেললেন

মুর্শিদের শহর বেরেলী শরীফে এক ব্যক্তি ছিল, যে বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি কোন গুরুত্বই দিত না। 'পীর-মুরিদীকে পেটের ধান্ধা বলে সমালোচনা করত। তার বংশের কিছু লোক আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে। তারা একদিন তাকে বুঝিয়ে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় এক মিষ্টির দোকানে গরম গরম আমৃতি (জিলাপীতুল্য মিষ্টি) তৈরী করা হচ্ছিল, তা দেখে ঐ লোকটির মুখে পানি এসে গেল। সে বলল: "এটা খাওয়ালে আমি তোমাদের সাথে যাব।" তারা বলল: "ফেরার পথে খাওয়াব, আগে চলো।" শেষ পর্যন্ত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে হাযির হলো। ইত্যবসরে এক ভদ্রলোক গরম গরম আমৃতির পাত্র নিয়ে দরবারে হাযির হলেন। ফাতিহা খানির পর তা সকলের মাঝে বিতরণ করা হলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারের নিয়ম ছিল, সম্মানিত সায়্যিদগণ ও দাঁড়িওয়ালাদের দ্বিগুণ দেয়া হতো। যেহেতু ঐ আগত ব্যক্তির দাঁড়ি ছিল না সেহেতু তাকে একটি আমৃতি দেয়া হলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "তাকে দু'টি দিন।" বন্টনকারী আরয করল: "হুজুর! তার মুখেতো দাঁড়ি নেই।" আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুচকি হেসে বললেন: "তার মন চাচ্ছে, তাকে আরো একটি দিয়ে দিন।" এ কারামত দেখে সে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে গেল এবং

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগল। **(তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা, ১০১ পৃষ্ঠা)** **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দিল কি জু বাত জান লে রওশন যমীর হে, উস্ হযরতে রযা কো হামারা সালাম হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল

একদা এক জ্যোতিবিদ আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে হাযির হলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে বললেন: "বলুনতো, আপনার হিসাব মতে বৃষ্টি কবে আসতে পারে?" সে হিসাব করে বললো: "এ মাসে পানি নেই, আগামী মাসে হবে।" আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "**আল্লাহ পাক** সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি চাইলে আজই বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন। আপনি তারকাগুলোকে দেখছেন আর আমি তারকাগুলোর সাথে সাথে তারকাগুলোর সৃষ্টিকর্তার কুদরতও দেখছি।" দেয়ালের উপর ঘড়ি ঝুলানো ছিল। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ জ্যোতিবিদকে বললেন: "এখন কয়টা বেজেছে?" আরয করল: "সোয়া এগারটা।" আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "বারোটা বাজতে আর কত দেরী? আরয করল: "পৌনে এক ঘন্টা।" আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

"পৌনে এক ঘন্টার পূর্বে বারোটা বাজা সম্ভব কি সম্ভব নয়।" আরয করল: "অসম্ভব।" এটা শুনে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিলেন আর তৎক্ষণাৎ টন টন শব্দ করে বারোটা বাজতে লাগল। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জ্যোতিবিদকে বললেন: "আপনি তো বললেন, পৌনে এক ঘন্টার পূর্বে বারোটা বাজতে পারে না, এখন কিভাবে বাজল? আরয করল: "আপনি কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন, তাই। নতুবা আপন গতিতে চললেতো পৌঁনে এক ঘন্টা পরই বারোটা বাজত।" আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "আল্লাহ একক, সর্ব শক্তিমান। তিনি যেই তারকাকে যেখানে চান পৌঁছে দিতে পারেন। আর আমার প্রতিপাকল ইচ্ছা করলে আজ এবং এখনই বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন।" আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুখ মোবারক থেকে এতটুকু বের হতে না হতেই চতুর্দিকে মেঘে ছেয়ে গেল আর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো। **(আনওয়ারে রযা, ৩৭৫ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মওত নযদিক গুনাহু কি তাহে মায়েল কে খওল,
আ-বরস জা কে নাহা দো লে ইয়ে পিয়াসা তেরা। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

কুলি শাহজাদা

মুর্শিদের শহর বেরেলী শরীফের এক মহল্লায় আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দাওয়াত দেয়া হলো। দা'ওয়াত দাতা মুরীদগণ তাঁকে আনার জন্য পালকির ব্যবস্থা করলেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পালকিতে আরোহণ করলেন আর চারজন কুলি পালকি কাঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করল। কিছু দূর যেতে না যেতেই ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হঠাৎ পালকির ভিতর থেকে আওয়াজ দিলেন, "পালকি থামাও।" পালকি নামান হলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্রুত পালকি থেকে বাইরে নেমে আসলেন। আবেগময় স্বরে কুলিদের উদ্দেশ্যে বললেন: "সত্য করে বলুন, আপনাদের মধ্যে সায়্যিদজাদা কে আছেন? কারণ, আমি আমার ঈমানের অনুভূতি শক্তিতে **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধ পাচ্ছি।" এক কুলি সামনে অগ্রসর হয়ে আরয করল, "হুজুর! আমি সায়্যিদ।" তখনও তাঁর কথা শেষ হয়নি, ইসলামী জগতের মহা সম্মানিত ইমাম, আপন যুগের মহান মুজাদ্দিদ নিজের পাগড়ি শরীফ ঐ সায়্যিদজাদার কদমের উপর রেখে দিলেন। ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চোখ মোবারক হতে টপটপ করে অশ্রু ঝরছিল আর হাত জোর করে আরয করছিলেন: "সম্মানিত শাহাজাদা! আমার অপরাধ মাফ করে দিন। অজানা বশতঃ আমার ভুল হয়ে গেছে। হায়, আফসোস! একি ঘটল? যাঁর জুতা মোবারক আমার মাথার মুকুট, তাঁরই কাধে আমি আরোহী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

হয়ে গেলাম। যদি কিয়ামতের দিন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে জিজ্ঞাসা করেন: হে আহমদ রযা! আমার বংশের সন্তানের নরম কাঁধ কি এজন্যই ছিল যে, তা তোমার আরোহণের বোঝা বহন করবে? তখন আমি কি উত্তর দিব! তখন হাশরের ময়দানে আমার ইশ্‌কে রাসূলের কতই না অবমাননা হবে।" কয়েকবার করে শাহজাদার মুখে ক্ষমা করে দিয়েছেন মর্মে স্বীকারোক্তি নেয়ার পর ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শেষ এই অনুরোধটুকু জানালেন, "সম্মানিত শাহজাদা! এ অজানা বশতঃ হয়ে যাওয়া ভুলের কাফ্‌ফারা তখনই পরিশোধ হবে যখন আপনি পালকিতে উঠে বসবেন আর আমি আমার কাঁধে পালকিটি বহন করব।" এ অনুরোধ শুনে উপস্থিত লোকজনের চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগল। কারো কারোতো কান্নার আওয়াজও শুনা গেল। হাজারো অস্বীকৃতির পরও শেষ পর্যন্ত কুলি শাহজাদাকে পালকিতে আরোহণ করতেই হলো। এ দৃশ্যটি কতই হৃদয় বিদারক। আহলে সুন্নাতের মহা সম্মানিত ইমাম কুলির কাতারে শামিল হয়ে আপন প্রতিপালক **আল্লাহ** প্রদত্ত জ্ঞান ও বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতির সম্পূর্ণ সম্মানকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে এক অজ্ঞাত শাহাজাদার কদমে উৎসর্গ করছেন। (আনওয়ারে রযা, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

তেরী নসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা,
তু হে আইনে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা। **(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়াবী জ্ঞানে পাদর্শীতার অনন্য ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আওলাদে রসূলের প্রতি যার ভালবাসার এমনই অবস্থা, তাঁর ইশ্‌কে রাসূল এর অনুমান কে করতে পারে? ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যেমন একজন আশিকে রাসূল ও কারামত সম্পন্ন একজন ওলী ছিলেন। তেমনি একজন জবরদস্ত আলিমে দ্বীনও ছিলেন। প্রায় ৫০টি বিষয়ের উপর তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। দ্বীনি জ্ঞান সমূহের বরকতে দুনিয়াবী জ্ঞানও আপনা আপনি এগিয়ে এসে তাঁর পদচুম্বন করেছিল। এ প্রসঙ্গে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা পড়ুন এবং আন্দোলিত হোন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ স্যার যিয়াউদ্দিন ইউরোপে শিক্ষার্জন করেন। আর তিনি উপমহাদেশের প্রথম সারির গণিতবিদদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ঘটনাক্রমে অংকের একটি বিষয়ে তিনি সমস্যায় পড়েন। আপ্রাণ চেষ্টার পরও সমাধান পেলেন না। সুতরাং জার্মানে গিয়ে ঐ অংকের সমাধান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত আল্লামা সায়্যিদ সুলাইমান আশরাফ সাহিব কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তৎকালিন যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি ডক্টর সাহেবকে

পরামর্শ দিলেন এবং বারংবার জোর দিচ্ছিলেন যে, "আপনি জার্মানে যাবার কষ্ট ভোগ করার পরিবর্তে এখান থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার সফর করে বেরেলী শরীফ গিয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে এ সমস্যার সমাধান নিয়ে নিন।" ডক্টর সাহেব অবাক হয়ে বললেন: "আপনি এ কি বলছেন! এ অংকের সমাধানও কি এমনই একজন মাওলানা দিতে পারেন যিনি কখনো কলেজের মুখ পর্যন্ত দেখেননি? না বাবা! আমি বেরেলী শরীফে গিয়ে আমার সময় নষ্ট করতে পারব না।" কিন্তু সায়্যিদ সুলাইমান শাহ সাহিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বারংবার অনুরোধের কারণে বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর সাথে মুর্শিদের শহর বেরেলী শরীফ উপস্থিত হলেন এবং ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে হাযির হলেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শারীরিক অবস্থাও তখন ভাল ছিল না। কাজেই ডক্টর সাহেব আরয করলেন: "মাওলানা! আমার বিষয়টা খুবই জটিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করার মতও নয়। একটু প্রশান্ত পরিবেশ পেলে আরয করব আর কি? আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "আপনি বলুন, "ডক্টর সাহেব বিষয়টা পেশ করলেন। ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাৎক্ষণিকভাবেই সেটার সমাধান বলে দিলেন। জবাব শুনে ডক্টর সাহেব হতবাক। নিজে নিজে বলে উঠলেন: "ইতিপূর্বে ইলমে লাদ্দুন্নীর (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত ইলম) কথা লোকমুখে শুনে আসলেও আজ কিন্তু স্বচক্ষে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাকা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

প্রত্যক্ষ করলাম। আমিতো এ সমস্যা সমাধানের জন্য জার্মান যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করে নিয়েছিলাম। কিন্তু মাওলানা সায়্যিদ সুলাইমান আশরাফ কাদেরী রযবী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে এখানে নিয়ে আসলেন।" ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর আপন হাতে লিখিত একটি রিসালা আনালেন। তাতে অধিকাংশ ত্রিভুজ ও বৃত্তই অঙ্কিত (জ্যামিতিক সমাধান) ছিল। এগুলো দেখে ডক্টর সাহেব বিস্ময় সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। আর বলতে লাগলেন: "আমিতো এ জ্ঞানার্জনের জন্য দেশ বিদেশে সফর করেছি, বিরাট অংকের টাকা পয়সা ব্যয় করেছি, ইউরোপীয় ওস্তাদ সাহেবদের জুতা পর্যন্ত সোজা করেছি, এর ফলে সামান্য কিছু অর্জন করতে পেরেছি। কিন্তু আপনার জ্ঞানের সামনে আমিতো নিছক একজন 'মক্তবের শিশু'। মেহেরবানী করে এটা বলবেন কি, এ বিষয়ে আপনার শিক্ষক কে?" আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "কোন ওস্তাদ নেই। আমার সম্মানিত পিতার কাছ থেকে চারটি নিয়ম যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এজন্যই শিখেছিলাম যে, এগুলো সম্পত্তির হিসাবে প্রয়োজন হয়। 'শরহে চুগমীনী' মাত্র শুরু করেছিলাম তখন পিতা মহোদয় رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "কেন অযথা সময় নষ্ট করছ, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে এই জ্ঞান তোমাকে এমনিতেই শিখিয়ে দেয়া হবে।" সুতরাং এসব যা কিছু আপনি দেখছেন তা সবই আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই দয়া।"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

মাসায়িল যিস্ত কে জিতনে ভি থে পেচিদা পেচিদা,
নবী কে ইশকে নে হল কর দিয়ে পুশিদা পুশিদা।

ডক্টর যিয়াউদ্দীন সাহেবের উপর ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জ্ঞানময় মর্যাদা ও চরিত্র মাধুর্যের এমন প্রভাব পড়েছিল যে, তিনি তখন থেকে নামায ও রোযা নিয়মিতভাবে পালন করা শুরু করে দেন। আর চেহারায় দাঁড়ি মোবারকও সাজিয়ে নিলেন।

(হায়াতে আলা হযরত, ১ম খন্ড, ২২২-২২৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নিগাহে ওলী মে ওহ তাছীর দেখি,
বদলতে হাজারো কি তাকদীর দেখী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাককাবাত

তুনে বাতিল কো মিঠায়া আয় ইমাম আহমদ রযা,
দ্বীন কা ডনকা বাজায়া আয় ইমাম আহমদ রযা।
দোরে বাতিল আওর দালালত হিন্দ মে থা জিছ ঘড়ি,
তু মুজাদ্দিদ বনকে আয়া আয় ইমাম আহমদ রযা।
আহলে সুন্নাত কা চামান সর সবজ থা,
আওর রং তুমনে ছড়হায়া আয় ইমাম আহমদ রযা।
তু নে বাতিল কো মিঠা কর দ্বীন কো বখশি জিলা,
সুন্নাতো কো পির জিলায়া আয় ইমাম আহমদ রযা।
আয় ইমামে আহলে সুন্নাত! নায়েবে শাহে উমাম!
কিজিয়ে হাম কো ভি ছায়া আয় ইমাম আহমদ রযা।
ইলম কা চশমা হুয়া হে মুজিযান তাহরীর মে,
জব কলম তুনে উঠায়া আয় ইমাম আহমদ রযা।
হাশর তক জারী রহেগা ফয়েয কিউ কে তুম নে হে,
ফয়েয কা দরিয়া বাহায়া আয় ইমাম আহমদ রযা।
হে বদরগাহে খোদা আত্তার আজিয কি দোয়া,
তুম পে হো রহমত কা ছায়া আয় ইমাম আহমদ রযা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই রিসালাটি পাঠ করার পর সাওয়াবের নিয়্যতে অপরকে দিয়ে দিন।

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১৮ সফর ১৪৩৭ হিজরি
১৯-০৩-২০০৬ ইং

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে সাপ্তাহের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার মাধ্যমে নেকীর কাজ পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه

নিজের সংশোধনের জন্য নেকীর কাজ পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস। গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৪৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net